যুগান্তর

তারিখ ... 9 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

রাজধানীতে ভর্তি বাণিজ্য ২॥

মণিপুর স্কুলে এমপির কাছের লোকরাই হর্তাকর্তা

নেসারুল হক খোকন

মণিপুর স্কুলে ভর্তিবাণিজ্যের সিংহভাগই স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদারের লোকজনের দখলে। এরা এখানকার সরকার দলীয় নেতাকর্মী ও এমপির অতি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তবে এদের বেশিরভাগ নেতা নিজেরা সরাসরি কোন টাকার লেনদেন করেন না। ভর্তিবাণিজ্যের প্রার্থী আর ঘুষের অগ্রিম টাকা তুলতে রয়েছে এক ডজনের মতো সাব দালাল। যারা ভর্তিবাণিজ্য ছাড়াও স্কুলের বিভিন্ন নিয়োগবাণিজ্যেও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। সম্প্রতি এ দালালচক্রের পাঁচজনের সঙ্গে শিক্ষার্থী বদলি-বাণিজ্যের মোটা অংকের টাকার হিসাব নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে অন্যায়ভাবে তাদের সন্তানদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। এতে চরম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে অভিভাবকরূপী সাব-দালালরা। এরপরই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসে। যুগান্তরের অনুসন্ধানে ক্ষতিগ্রস্ত এসব দালালদের কয়েকজনের জবানিতে ভর্তিবাণিজ্যের অজানা ও বিস্ময়কর নানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

ভর্তিবাণিজ্যে এমপির লোক : তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, মণিপুর স্কুলে ভর্তিবাণিজ্য চলে স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নামে। তাদের ঘনিষ্ঠজন ও আস্থাভাজনরা তদবির করেন। ভর্তিবাণিজ্যে এমপির প্রশ্রয় দেয়া ব্যক্তিরা হলেন পিএস

হর্তাকর্তা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

হর্তাকর্তা : কাছের লোকরাই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোজাম্মেল, গাড়িচালক কবির হোসেন, বেশিরভাগ সময়ের সঙ্গী ইব্রাহিমপুরের আলাউদ্দিন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল, যুবলীগ নেতা বেল্লাউল সাফু, ছাত্রলীগ নেতা রিটন, সেওড়াপাড়ার স্বেচ্ছাসেবক লীগের মনোয়ারুল ইসলাম বিপুল, রউফ আলী, আনোয়ার হোসেন স্বপন ও তার ম্যানেজার মিঠু, থানা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম জাহিদ, পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাসের বেয়াই মণিপুরের সানু মোল্লার ছেলে ইসমাইল মোল্লা, স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি আলী চৌধুরী, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, তওবি নূরু, সেওড়াপাড়ার আরমান প্রমুখ। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে তদবির বাণিজ্যে সম্পৃক্ত আছেন স্কুল পিয়ন আনিস ও মুক্তার, গাড়িচালক সিদ্দিক, কৃষ্ণতো ভাই গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। জানা গেছে, গোলাম মোস্তফা মূল ক্যাম্পাসে ক্লার্কের চাকরি করলেও দাপট খাটান একেবারে প্রধান শিক্ষকের মতো। তার দাপটে শিক্ষকরা সব সময় তটস্থ থাকেন। যেখানে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে তার থাকার কথা, সেখানে উল্টো শিক্ষকদেরই তার নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। সম্প্রতি এ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর জালের ঘটনায় ৫ কর্মচারী বরখাস্ত হলেও ঘটনার মূল নায়ক গোলাম মোস্তফার কিছুই হয়নি। অথচ তিনি প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে ৩৬ শিক্ষার্থীকে বদলির নেপথ্য কারিগর।

ভর্তিবাণিজ্যের মূল হোতা : সূত্র জানিয়েছে, ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে সবার শীর্ষে অবস্থান করছেন এ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের পিএস মোজাম্মেল হোসেন। তার তদবির এখানে শতভাগ গ্যারান্টি বলে পরিচিত। এজন্য তাকে কেন্দ্র করে একাধিক সাব-দালাল চক্রও গড়ে উঠেছে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল তিনটায় মিরপুর সাড়ে ১১ এলাকায় কামাল আহমেদ মজুমদারের মালিকানাধীন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবেদকের সঙ্গে তার কথা হয়। পেশাগত পরিচয় গোপন রেখে প্রতিবেদক অভিভাবক সেজে সন্তান ভর্তির তদবির নিয়ে কথা বলেন। তিনি সরাসরি এ ধরনের তদবির করেন না বলে উপস্থিত একজন ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন। যার নাম মাওলানা রফিকুল ইসলাম। তাকে প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি বলেন, ভর্তি কোন সমস্যা নয়। টাকা দিলেই ভর্তি করানো যাবে। এ সময় তিনি নিজে থেকে এমপির পিএস মোজাম্মেলের নাম উল্লেখ করে বলেন, 'আপনি ওনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে গেছেন কেন? উনি সব করবেন। কিন্তু টাকা লেনদেন করবেন না। এগুলো বুঝে নিতে হয়। বোঝেন না, উনি তো এমপির পিএস। সম্মানী পরিবারের লোক।'

ঘুষের রেট : মণিপুর স্কুলে ভর্তিবাণিজ্যের পেছনে যেসব দালাল কাজ করেন তাদের মধ্যে প্রতিবেদকের সঙ্গে দু'জনের সামনাসামনি কথা হয়। এমপির পিএসের সাব-দালাল রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, মণিপুর স্কুলের পাঁচটি শাখায় ঘুষের ভিন্ন ভিন্ন রেট। তবে তা কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা। এ টাকা আগাম দিতে হয়। বাকিতে তিনি কোন কাজ করেন না। ঝুঁকি এড়াতে তিনি নগদ টাকা ছাড়া অন্য কোনভাবে এসব টাকা নেন না। তবে সবাই জানে, তিনি একবার টাকা নেয়া মানেই শতভাগ ভর্তির নিশ্চয়তা। অপরদিকে স্থানীয় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর স্ত্রী সাথী হোসেনও এখানে ভর্তি বাণিজ্যের সাব-দালাল হিসেবে কাজ করেন। তার সঙ্গে পেশাগত পরিচয় দিয়ে কথা বলার সময় তিনি অনেকটা নির্ভয়ে ভর্তি বাণিজ্যের চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য দেন। এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার্থী প্রতি তিনি ৫০ থেকে ১ লাখ টাকা করে নেন। এখান থেকে কিছু রেখে দিয়ে বাকি টাকা তিনি প্রধান শিক্ষক কিংবা এমপির ঘনিষ্ঠজনদের দিয়ে দেন।

ঘুষবাণিজ্য ফাঁস করায় : স্কুলের প্রভাবশালী মহল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ঘুষবাণিজ্যের তথ্য ফাঁস করে দেয়ায় ৫ জন সাব-দালালের সন্তানদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, ভর্তিবাণিজ্যের কারবার করতে গিয়ে এদের মাধ্যমে স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ প্রভাবশালী মহলের ঘুষবাণিজ্যের তথ্য বাইরে ফাঁস হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় শিক্ষার্থী বদলি করার অভিযোগ আনা হয়। এ অভিযোগে তাদের সন্তানদের স্কুল থেকে অপসারণ করা হয়। এরা হল, অভিযুক্ত সাথীর ছেলে রূপনগর শাখার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শান্ত হোসেন, রুমা বেগমের ছেলে একই শাখার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তাজ, স্বর্ণা বেগমের ছেলে একই শাখার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তানিন এবং দিদার ও মইনুল নামে দু'ব্যক্তির দুই মেয়ে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে রুমা বেগম যুগান্তরকে বলেন, তিনি ব্যাপারটি নিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এর বেশি তিনি আর কোন মন্তব্য করতে চাননি। শিক্ষার্থী শান্ত মা যুগান্তরকে বলেন, স্কুল থেকে টিসি আনার জন্য বলা হচ্ছে। তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, 'ভয়ে কাউকে কিছু বলার সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকালে চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না।' তিনি বলেন,' ছেলের লেখাপড়ার কথা ভেবে এমপির পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছি। তারপরও ক্ষমা পাইনি। তবে সত্যিই যদি তার ছেলেকে টিসি দিয়ে দেয়া হয়, তবে সব ফাঁস করে দেব। কোন খাতে কাকে কত টাকা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে সব কথা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মণিপুর স্কুল রূপনগর শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক জিয়াউল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীদের টিসি দেয়ার বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত। তাদের অভিভাবকরা কোন ধরনের অপরাধে জড়িত জানতে চাইলে ওই শিক্ষক বলেন, এরা ঘুরে ঘুরে তদবির করে বেড়ায়। অবৈধ প্রক্রিয়ায় এরা ছাত্র ভর্তির চেষ্টা করে। সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক একটি নোটিশ বের করে দেখান। এতে লেখা আছে, 'অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে দালাল চক্রের কাছ থেকে দূরে থাকুন।'

ঘুষবাণিজ্যের সাক্ষী : সাথী হোসেন। স্কুলে নিষিদ্ধ শিশু ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শান্ত হোসেনের মা। নিজের অপরাধের জন্য তিনি অনুতপ্ত। কিন্তু তার অপরাধের কারণে ছেলের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। ১০ ফেব্রুয়ারি মিরপুর এলাকায় এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি অকপটে ভর্তিবাণিজ্যের অনেক কিছুই খুলে বলেন। তিনি জানান, শুধু ভর্তিবাণিজ্য নয়, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষের কারবার করা হয়েছে। এর সাক্ষী তিনি নিজেই। মণিপুর স্কুলে মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে শিক্ষকের চাকরি দিতে এমপির ডান হাত হিসেবে পরিচিত কিংকর জুয়েল তার কাছে সাড়ে তিন লাখ টাকা দাবি করেন। কিন্তু হঠাৎ করে তার ছেলেকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হলে তিনি সরাসরি লেনদেন করার জন্য মিজানুর রহমানকে জুয়েলের কাছে পাঠিয়ে দেন। সাথী আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা একটা কাজ করে কত টাকাই বা পাই? বড়জোর ৫ হাজার বা ১০ হাজার। আর ওনারা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু তাতে কোন দোষ নেই।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাকে কখন কি কাজে কত টাকা দিয়েছি তার সব কিছুই মোবাইলে রেকর্ড করা আছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতিটি নিয়োগ ও ভর্তিবাণিজ্যের পেছনে প্রধান শিক্ষকের হাত রয়েছে। তার ইঙ্গিত ছাড়া এখানে কারও কিছু করার সামর্থ্য নেই। তিনি জানান, পিন্টু নামে এক দালাল প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে এ বছর প্রায় ১৬০ জন ছাত্রছাত্রী বদলির তদবিরে কাজ করেছেন। শিক্ষার্থী প্রতি ৭০ হাজার টাকা করে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের রেজুলেশন অনুযায়ী কোন ছাত্র এক ক্যাম্পাস থেকে অন্য ক্যাম্পাসে বদলি হতে হলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফান্ডে ১ লাখ টাকা ডোনেশন দিতে হয়। কিন্তু দালালদের মাধ্যমে ছাত্র বদলির ক্ষেত্রে ডোনেশনের কোন টাকা স্কুল ফান্ডে জমা হয়নি। এগুলো প্রধান শিক্ষক বিকল্প পথে করেছেন। কিন্তু ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এখন তিনি নিজে বাঁচতে গিয়ে দালালদের ঘাড়ে স্বাক্ষর জালের অভিযোগ তুলেছেন। এসব প্রধান শিক্ষকের ভাওতাবাজি। সাথী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই প্রধান শিক্ষকের এ জালিয়াতি ধরা পড়বে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আপনার কাছ থেকে কোন টাকা নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে সাথী বলেন, উনি বেশি কিছু করলে ভিডিওর সামনে জিজ্ঞাসা করব- 'স্যার ৯৫ হাজার টাকা করে নেননি?'